রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০২.১৯.৯৬—এতদ্বারা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত) জারি করা হলো।

উপক্রমণিকা :

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যমান 'উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)' যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনাম :

এ নীতিমালা 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)' নামে অভিহিত হবে।

অনুদানের সংখ্যা :

০১. প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে সর্বোচ্চ ১০ (দশ)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তন্মধ্যে ০১ (এক)টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর মৌলিক গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মূল্য : টাকা ৮·০০

০২. তবে কোনো বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে বছর অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

অনুদানের অর্থ :

০৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে অনুদান নীতিমালার আওতায় সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

০৪. অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত চলচ্চিত্রের গল্প লেখককে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) এবং চিত্রনাট্যকারকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে। গল্পলেখক কিংবা চিত্রনাট্যকার একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ সমহারে বিভাজ্য হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

০৫. চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে;

০৬. চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নীতিমালার আলোকে প্রাথমিকভাবে যাচাইবাছাই করার জন্য একটি অনুদান বাছাই কমিটি এবং অনুদান বাছাই কমিটির সুপারিশের আলোকে অনুদান চূড়ান্তকরণের জন্য একটি অনুদান কমিটি গঠন করা হবে।

(ক) **অনুদান কমিটি :** নিম্নবর্ণিত **১১** (এগার) সদস্য বিশিষ্ট অনুদান কমিটি গঠন করা হবে।

১) মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়-সভাপতি

২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়-সহ-সভাপতি

৩) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়-সদস্য

৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি-সদস্য

৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন/অভিজ্ঞ ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তি-সদস্য

৬) অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র)/যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র)-সদস্য-সচিব।

(খ) **অনুদান বাছাই কমিটি :** নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) সদস্যের সমন্বয়ে অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে।

১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র)-সভাপতি

২) যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র)-সদস্য

৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ০৪ (চার) জন ব্যক্তি-সদস্য

৪) উপসচিব (চলচ্চিত্র-২)-সদস্য-সচিব

০৭. অনুদান বরাদ্দ এবং অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অনুদান কমিটির কাজের সুবিধার্থে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র)-কে সভাপতি, যুগ্ম সচিব (চলচ্চিত্র)-কে সদস্য, উপসচিব (চলচ্চিত্র-২)-কে সদস্য-সচিব এবং অনধিক ০৪ (চার) জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি অনুদান উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এ উপ-কমিটি নীতিমালার আলোকে বরাদ্দ প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ করবে। এছাড়া, অনুদান কমিটির সভাপতির নির্দেশনাক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

০৮. অনুদান বাছাই কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অনুদান কমিটি অনুদান বরাদ্দের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

০৯. গল্প/চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুদান বাছাই কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে। অনুদান বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নীতিমালার বিচার্য বিষয় অনুসরণপূর্বক যাচাই করে সুপারিশ করবে।

১০. অনুদান বাছাই কমিটির বিবেচনায় কোন বছরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রস্তাব/চিত্রনাট্য মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সে বছরের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার সুপারিশ করবে।

অনুদান প্রদানের জন্য বিচার্য বিষয়সূহ :

১১. অনুদান বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ বাছাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) নির্মাতা/পরিচালকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : প্রস্তাবকারী পরিচালকের পূর্ব নির্মিত কমপক্ষে একটি চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চলচ্চিত্রে তার ভূমিকা বিবেচনা করে অনুদান বাছাই কমিটি পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

(খ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু, সংলাপ ও চিত্রনাট্য উন্নতমানের ও রুচিশীল হতে হবে। বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থি এবং মানবীয় মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন করে এমন হবে না।

(গ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত শিল্পী-কলাকুশলীর মান ও অভিজ্ঞতা।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা।

(চ) সংশ্লিষ্ট প্রযোজক কিংবা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।

(ছ) গল্প লেখক বা কাহিনীকারের সম্মতিপত্র।

(জ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রটির গল্প মৌলিক মর্মে অঙ্গীকারনামা।

(ঝ) প্রযোজকের এনআইডি।

(ঞ) প্রযোজক বা প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের টিআইএনসহ সর্বশেষ অর্থবছরের আয়কর রিটার্নের প্রত্যয়নপত্র।

(ট) নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

(ঠ) চূড়ান্ত অনুদান প্রদানের পূর্বে চলচ্চিত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের পর প্রয়োজনে অনুদান কমিটি বা অনুদান কমিটির নির্দেশনাক্রমে অনুদান উপ-কমিটি প্রযোজকের/পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে।

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের স্থিতি :

১২. অনুদানে নির্মিত প্রতিটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ন্যূনতম ২ (দুই) ঘন্টা হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুদান কমিটি সঙ্গত মনে করলে এ স্থিতিকাল হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

অনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি :

১৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ (১ম কিস্তি) প্রদান করা হবে। অনধিক ৩ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ চিত্রায়নের পর প্রযোজকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান উপ-কমিটির নিকট চিত্রায়িত অংশ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো অনূর্ধ্ব শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের ২য় কিস্তিতে আরো অনূর্ধ্ব শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে বিশেষ বিবেচনায় সরকার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৪. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে হার্ডডিস্ক/ডিভিডি ফরম্যাটে একটি কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া :

১৫. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহবান করে প্রতি বছর ৩১ আগস্টের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

১৬. প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রস্তাবক/প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণ নাম, ঠিকানা (স্থায়ী ও বর্তমান), টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

১৭. প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র ও আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে।

১৮. পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের বাজেট বিভাজন দাখিল করতে হবে।

১৯. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং নির্মাণের সঠিক কর্ম-পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির ১২ (বারো) কপি করে জমা দিতে হবে।

২০. দেশি গল্প/কাহিনীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশি গল্প বা কাহিনীর ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে;

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শর্ত :

২১. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে সরকার উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

২২. কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশি শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২৩. অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে-এ মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রযোজ্য স্ট্যাম্প পেপারে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৪. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তাহলে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করে নিজের অধিকারে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অংশ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে অথবা যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ যথাসময়ে শুরু না করেন তাহলে অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ তিনি সরকারি কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ চালান মারফত ফেরত দিবেন। তিনি অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অনুদানের অর্থ আদায়যোগ্য হবে।

২৫. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।

২৬. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চিত্রায়ন, এডিটিং, ডাবিং ইত্যাদি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাঁদের সার্ভিস চার্জের ৫০% পর্যন্ত ছাড় দিতে পারে। তবে স্ক্রিপ্টের আলোকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের সুবিধা গ্রহণ অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণকরতঃ অন্যত্র চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ করতে পারবেন।

২৭. প্রযোজকের মৃত্যু হলে কিংবা প্রযোজকের পক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করা অসম্ভব হলে সেক্ষেত্রে অনুদান কমিটি সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটির নির্মাণ সম্পন্নকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

২৮. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে আইন মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

২৯. সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে শ্যুট (Shoot) করে নির্মাণ করা যাবে। তবে দেশের অধিকাংশ জনগণের দেখার সুবিধার্থে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে সেন্সরের জন্য ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য ফরমেট পরিবর্তন করে ডিভিডি ফরমেটে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের সুবিধার্থে ডিভিডি ফিল্ম ফরমেটে চলচ্চিত্র সরবরাহ করতে হবে।

৩০. সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত করে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে।

৩১. সরকারি অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজক সরকারি অনুমতি নিয়ে সহযোগী প্রযোজক নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনোভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরো শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলি প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

৩২. একই প্রযোজক/পরিচালককে সাধারণতঃ দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ০৪ বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।

৩৩. কোনো প্রযোজক পর পর ০২ (দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৩৪. অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট প্রযোজক কর্তৃক ৩য় কিস্তি (শেষ কিস্তি) প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সেন্সর সনদ গ্রহণপূর্বক দেশের কমপক্ষে ১০ (দশ)টি সিনেমা হলে অবশ্যই মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনা করে সরকার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩৫। সংশ্লিষ্ট প্রযোজক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্রটি সিনেমা হলে মুক্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে সরকার চলচ্চিত্রটি নিজ হেফাজতে গ্রহণসহ অনুদান হিসেবে প্রদানকৃত সমুদয় অর্থ ব্যাংক হারে সুদসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদায় করতে পারবে।

৩৬. চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের শুরুতেই "সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র" শব্দগুলো প্রদর্শন করতে হবে।

৩৭. চলচ্চিত্রটি মুক্তি প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

পুনর্বিবেচনা :

৩৮. এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার চেয়ে অনুদান কমিটির সভাপতি বরাবর আবেদন দাখিল করতে পারবেন। এতদ্‌বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩৯. ইতোপূর্বে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত যে সকল চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি, সে সকল চলচ্চিত্র এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd